

ছাত্রদের রাজনীতিতে জড়াবে না : মতিন

(স্টাফ রিপোর্টার)

উপপ্রধানমন্ত্রী ডঃ এম এ মতিন বিরোধী দলগুলোকে রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক ধারা অনুসরণের আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, সন্ত্রাস, হরতাল আর নৈরাজ্য দিয়ে আপনারা রাজনীতিতে জরলাভ করতে পারবেন না। এতে শুধু জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হবেন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত উপপ্রধানমন্ত্রী ডঃ (শেষ পঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)



উপপ্রধানমন্ত্রী অধ্যাপক এম এ মতিন মঙ্গলবার সদরঘাট টার্মিনালে জাতীয় পার্টির জনসভায় ভাষণ দেন। —দৈনিক বাংলা

মতিন

(১-এর পঃ পর)

মতিন ছাত্রসমাজকে রাজনীতিতে না জড়িয়ে তাদের গড়ে তোলার জন্যেও বিরোধী দলগুলোকে পরামর্শ দেন। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের সন্ত্রাসের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই সন্ত্রাসের মাধ্যমে ছাত্ররা শুধু নিজেদের জীবনই বিপন্ন করে তুলছে না জাতির ভবিষ্যৎও নষ্ট করে দিচ্ছে।

গতকাল সদরঘাটে জাতীয় পার্টি আয়োজিত জনসভায় তিনি প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন। জনসভায় পার্টির মহাসচিব স্থানীয় সরকারমন্ত্রী শাহ মোয়াজ্জেব হোসেন বক্তব্য রাখেন। জনসভায় বাবুল হোসেন বাবুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঢাকা পৌর কর্পোরেশনের উপপ্রশাসক জনাব জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ আদেল এমপি, বেগম কমরুন্নাহার জামিল

এমপি, বেগম আমেনা বরী এমপি, বেগম এনায়েত নূর এমপি, জনাব মাহবুবুল হক দুলাল ও জনাব খালেদ মিয়া।

বাংলার বাণী পত্রিকা বন্ধ প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন জনসমক্ষে সরকার ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্যেই পত্রিকাটি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। পত্রিকাটি বন্ধের আগে করণদর্শীও নোটিশ দেয়া হয়। কিন্তু, পত্রিকা কর্তৃপক্ষ নোটিশের কোন সম্মানজনক জবাব দেননি।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষে কথা বলার বাংলার বাণী বন্ধ করে দেয়া হয়েছে বলে শেখ হাসিনা যে অভিযোগ করেছেন তার জবাবে তিনি বলেন, বাংলার বাণী স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলে অন্যান্য পত্রিকা কি স্বাধীনতার বিপক্ষে কথা বলে।

শাহ মোয়াজ্জেব

জাতীয় পার্টির মহাসচিব শাহ মোয়াজ্জেব হোসেন বিরোধী দলগুলিকে লক্ষ্য করে বলেন জাতীয় পার্টি রাজনীতিকে খেলা হিসাবে মনে করে না। আমরা রাজনীতিকে রাজনীতি হিসাবেই মনে করি। যারা হরতালের নামে সন্ত্রাসের রাজনীতি করেন তাদের কাছেই রাজনীতি খেলার বস্তু।

সম্ভাব্য মন্ত্রী বলেন প্রেসিডেন্ট এরশাদের সরকার গত ছ বছরে দেশের যে উন্নতি সাধন করেছেন কিংবা ৬০ বছরেও তা হয়নি। কারণ বিরোধী দলগুলি হরতালের রাজনীতি করে। আর আমরা করি উন্নতি, অগণিত ও উৎপাদনের রাজনীতি।